প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

জাতীয় নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

UKaid
from the British people

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

পটভূমি

বাংলাদেশে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জগুলো বেশ বড় এবং জটিল। দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ দেশের মতো এখানেও দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ৫৬ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে (ইউএন ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রসপেক্টস, ২০১৪)। নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রেখেছে। ২০১০ সালে শহরের জিডিপিতে বস্তিবাসীদের অবদান ধরা হয়েছিল ৯ শতাংশ, যা ২০২১ সালে ১৪ শতাংশে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু শহরে একদিকে যেমন আয় বৈষম্য বাড়ছে, অন্যদিকে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে জনস্রোত। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচতে গ্রামের বহু ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমাগত শহরে আসছে। শহরে এসে তারা দারিদ্র্য ঘোচাতে কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বচ্ছলতার সুযোগ খুঁজছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শহরে বসবাসকারী অন্য সবার ওপর। প্রতিমাসে প্রচুর অর্থ দিয়ে যেখানে তাদের মাথা গোজাঁর ঠাঁই হচ্ছে, তা খুবই নিম্নমানের। সেখানে নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি ও বিদ্যুতের যেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, তেমনি নেই ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। সেই সাথে নানা শিল্প ও মেডিকেল বর্জ্য তাদের জীবনকে করে তুলছে অসহনীয়। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে।

পদক্ষেপ

বাংলাদেশের সব মহানগর, জেলা শহর, উপজেলা সদর শহরগুলোতে মানুষ বাড়ার পাশাপাশি বিগত দশকে নগর শাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আরো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। শহরে বসবাসরত এ বৃহৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে স্বল্প আয়ের দেশ থেকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ শহরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ‘প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প’টি বাস্তবায়ন করছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি), বাংলাদেশ সরকার এবং যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এই প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশের নগর দারিদ্র্য নিরসনে ইউএনডিপি ও ডিএফআইডি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এক সাথে কাজ করছে। ইউএনডিপি’র জাতীয় নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচী (এনইউপিআরপি) এর আওতাধীন ‘প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প’টি মূলতঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (ইউপিপিআর) প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতায় গৃহিত হয়েছে। ডিএফআইডি এর অর্থায়নে ২০০৮-২০১৫ সালে বাস্তবায়িত ইউপিপিআর প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২৩টি সিটি কর্পোরেশন ও প্রথম শ্রেণির পৌরসভার সুশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ জোড়ালো ভূমিকা রেখেছিল। বস্তিবাসীদের উন্নয়নে কমিউনিটি ভিত্তিক নানা ধরনের পদক্ষেপ এ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, দক্ষতা ও জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে অবকাঠামো উন্নয়ন করে। সে সফলতার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন “প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতাভুক্ত শহরগুলোতে নানা উদ্ভাবনী পদক্ষেপের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে শহুরে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সুষম ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (যার প্রতিপাদ্য-“বাদ যাবে না কেউ”) বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।

সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস বা এমডিজি অর্জনে ব্যাপক সফলতার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে এক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় কৌশলপত্রে সরকারের অঙ্গীকার ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু করেছে তা এসডিজি'র নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখবে –

শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে এই প্রকল্প টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে উপরোক্ত নয়টি অভীষ্টসহ প্রায় ৫০টিরও বেশি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও আওতাধীন সূচকসমূহ অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

উপকারভোগী

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি বাংলাদেশের সেসব শহুরে দরিদ্র লোকজনের দোরগোড়ায় যাচ্ছে যারা ইতঃপূর্বে সেবা পায়নি বা তুলনামূলকভাবে কম সেবা পেয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের ৩৬টি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় (১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ২৪টি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা) বসবাসকারী নিম্ন আয়ের ৪০ লাখ লোকের জীবনমান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কমিউনিটির সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য জোরদার করা এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষ করে নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে এ প্রকল্প।

সময়সীমা

এ প্রকল্প জুলাই ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এবং এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের মূল ক্ষেত্র

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি মূলত: পাঁচটি ক্ষেত্রে কাজ করছে যার আওতায় রয়েছে নানা ধরনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম:

শহরে বসবাসরত দরিদ্রদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা:

- ভূমির ভোগ দখলি নিরাপত্তা বাড়ানো
- গৃহঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানো ও অর্থায়ন
- শহুরে দরিদ্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী কম খরচে আবাসন

কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন শক্তিশালী করা

- কমিউনিটি পর্যায়ে দরিদ্রদের সংগঠন তৈরি করা
- টেকসই সংগঠনের লক্ষ্যে কমিউনিটিভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ ও জোরদার করা
- কমিউনিটি পর্যায়ের দরিদ্রদের সংগঠনগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো

নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান

- শহরে বসবাসরত দরিদ্রদের দক্ষতা বাড়ানো, কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি
- শহরে দরিদ্র বিশেষত গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য পুষ্টি সহায়তা
- বাল্য বিবাহ, নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পদক্ষেপ

জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন

- কমিউনিটিভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন
- উন্নত ও জলবায়ু সহিষ্ণু পৌর অবকাঠামো উন্নয়ন

দরিদ্রবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনা জোরদার করা

- দরিদ্রবান্ধব পৌর ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বাড়ানো
- পৌর কর্তৃপক্ষের দরিদ্রবান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বারোপ করা
- জাতীয় নগর নীতিমালা অনুযায়ী কর্মপন্থা ও জাতীয় নগর নেটওয়ার্ক জোরদার করা

সাংকেতিক চিহ্ন

- পৌরসভা
- সিটি কর্পোরেশন
- দেশিয় সীমানা
- জেলা সীমানা
- নদী

উঃ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন
সাভার পৌরসভা
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
ফরিদপুর পৌরসভা
গোপালগঞ্জ পৌরসভা
কালিয়াকৈর পৌরসভা
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
চাঁদপুর পৌরসভা
কক্সবাজার পৌরসভা
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
ফেনী পৌরসভা
নোয়াখালী পৌরসভা
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা
নওগাঁ পৌরসভা
পাবনা পৌরসভা
শাহজাদপুর পৌরসভা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
কুষ্টিয়া পৌরসভা
সাতক্ষীরা পৌরসভা
মাগুরা পৌরসভা
নওয়াপাড়া পৌরসভা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন
রংপুর সিটি কর্পোরেশন
সৈয়দপুর পৌরসভা
কুড়িগ্রাম পৌরসভা
দিনাজপুর পৌরসভা
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
পটুয়াখালী পৌরসভা
পিরোজপুর পৌরসভা
ঝালকাঠি পৌরসভা
ভোলা পৌরসভা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
জামালপুর পৌরসভা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য
যোগাযোগ করুন:

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
জাতীয় নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি

আইডিবি ভবন (নিচ তলা), ই/৮-এ, বেগম রোকেয়া সরণি, শের-ই-বাংলা নগর,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেল: info@urbanpovertybd.org
ওয়েবসাইট: www.urbanpovertybd.org

প্রত্যাশিত ফলাফল

বিভিন্ন পর্যায়ে ৩৬টি

নগর ও পৌরশহরে প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সেখানকার দরিদ্রবান্ধব ও অর্ন্তভুক্তিমূলক সেবা ব্যবস্থা কার্যকর করা, কর ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং জলবায়ু সহনশীল নগর হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

১৪ লাখ পরিবার

স্থানীয়ভাবে পরিচালিত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম এই প্রকল্পে সরাসরি যুক্ত হবে। আশা করা হচ্ছে প্রকল্প শেষে মোট সঞ্চয় হবে প্রায় ৯০ কোটি টাকা।

৮৮,০০০

দরিদ্র লোকজনের কর্মসংস্থান ও ব্যবসা উপযোগী দক্ষতা সৃষ্টি করা হবে।

৪৫,৫০০

প্রাইমারি গ্রুপ (পিজি) ৪১৩৬টি কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটির (সিডিসি) আওতায় তাদের সাংগঠনিক সক্ষমতা বাড়াবে এবং শহুরে দরিদ্রদের জন্য অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

২৩০,০০০

নারী বিশেষত: গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের পুষ্টি বিষয়ক সেবা প্রদান।

২০,০০০

দরিদ্র পরিবারের জন্য কম খরচে বাড়ি নির্মাণ বা সংস্কার করা হবে।

১০০,০০০

বস্তিবাসী পরিবার নিরাপদ ও টেকসই ভোগদখল নিরাপত্তা পাবে।

৪০ লাখ মানুষ

প্রকল্পের কার্যক্রমে ৩৬টি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় বসবাসরত ৪০ লাখ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে।